মুহম্মদ আতাউর রহমান
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা-১০০০।

D.O. No. ..ধর্ম/সংস্থা/৭-৩/২০০৪/১১৯

তারিখ ঃ ০২/০৪/২০০৭

সম্মানিত সভাপতি

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বাংলাদেশে আড়াই লক্ষাধিক মসজিদ রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু কালের বিবর্তনে মসজিদের সেই ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকা এখন কেবল নামাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অথচ মসজিদের সঠিক ব্যবস্থাপনা চালু থাকলে ইমামগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারতেন। সমাজে ইসলামের গৌরবময় ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁদের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ইমামদের পারিবারিক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার উদ্দেশ্যে **ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট** গঠন করা হয়েছে। ইমামদের সামাজিক মর্যাদা ও চাকুরীর নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশিত মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সম্প্রতি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। নীতিমালার একটি কপি এতদসাথে সংযুক্ত করা হ'ল।

২। সরকার আশা করে ইমামদের দ্বারা সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ভিত্তিতে সামাজিক উন্নয়নে জাগরণের সৃষ্টি হবে। এ জাগরণ সৃষ্টিতে মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে নীতিমালার যথাসম্ভব বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

শুভেচ্ছান্তে

আন্তরিকভাবে আপনার

মুহম্মদ আতাউর রহমান

সভাপতি
মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ৩০, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ নভেম্বর ২০০৬

নং **ধর্ম/সংস্থা/৭-৩/২০০৪/৫০৭**—(ক) পবিত্র কাবা পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদতগৃহ। এই পবিত্র কাবাগৃহের অনুকরণে পৃথিবীতে গড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য মসজিদ। মসজিদ মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদ সেই ভূমিকাই পালন করিত। কালের বিবর্তনে মসজিদ সেই ঐতিহ্য হারাইয়া শুধুমাত্র ইবাদতখানায় পরিণত হইয়াছে। মানব জীবনের সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিষয়গুলি মসজিদের পরিমন্ডলে অনুপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে। সামাজিক শৃংখলা ও ভারসাম্য রক্ষাপূর্বক সমাজ বিনির্মাণে মসজিদ কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হইতেছে না। একই সাথে ইমামগণও শুধুমাত্র নামাজ পড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ সমাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইমামগণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবার সুযোগ রহিয়াছে।

(খ) এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান মসজিদ নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য এই যাবৎ কোন নীতিমালা প্রণীত হয় নাই। ফলে একদিকে মসজিদ নির্মাণে ধর্মীয় বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে না, অন্যদিকে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগ বা পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হইতেছে বিধায় ইমামগণ আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক কর্মকান্ডে যথাযথ ভূমিকা পালন করিতে পারিতেছেন না। সেই কারণে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের নিয়োগ, মসজিদ কমিটি গঠন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণসহ মসজিদ ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। জাতীয় সংসদের ২৬-০১-২০০৪ইং তারিখের অধিবেশনে বিষয়টি আলোচিত এবং মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সরকার নিম্নরূপ **'মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা'** জারী করিতেছে।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

১। **শিরোনাম ও প্রয়োগ**।—(১) এই নীতিমালা মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সরকারী-বেসরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মসজিদসহ বাংলাদেশের অন্যান্য মসজিদের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ও দিক-নির্দেশনামূলক হইবে।

(৩) ইহা দ্বারা কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হইবে না।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়—

(ক) "অনুচ্ছেদ", "উপ-অনুচ্ছেদ" অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ;

(খ) "ইমাম" অর্থ যিনি মসজিদে নামাজ পড়ান কিন্তু পেশ ইমাম নহেন;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ মসজিদ পরিচালনা কমিটি;

(ঘ) "খতিব" অর্থ যিনি জুমআর নামাজে খুতবা দান করেন এবং উক্ত নামাজ পড়ান;

(ঙ) "খাদিম" অর্থ যিনি নামাজ পড়ানো ও আজান দেওয়া ব্যতীত মসজিদের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করেন;

(চ) "পেশ ইমাম" অর্থ যিনি জুমআর নামাজে খুতবা দানসহ জুম'আ ও পাঞ্জেগানা নামাজ পড়ান অথবা মসজিদে একাধিক ইমাম থাকিলে প্রধান ইমামের দায়িত্ব পালন করেন ;

(ছ) "প্রধান খাদিম" অর্থ যে মসজিদে একাধিক খাদিম আছেন তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান;

(জ) "প্রধান মুয়াজ্জিন" অর্থ যে মসজিদে একাধিক মুয়াজ্জিন আছেন তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান;

(ঝ) "মসজিদ" অর্থ যে স্থাপনায় নিয়মিত জুম'আ ও দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাআতের সহিত আদায় হয়;

(ঞ) "মসজিদ পরিচালনা কমিটি" বা "কমিটি" অর্থ অনুচ্ছেদ ৫ এ বর্ণিত মসজিদ পরিচালনা কমিটি;

(ট) "মুয়াজ্জিন" অর্থ যিনি মসজিদে নামাজের আজান দেন।

৩। **মসজিদ নির্মাণ**।—(১) মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কোন জমি ওয়াকফ, দান, ক্রয় অথবা আইন অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত না হইলে উক্ত জমিতে কোন মসজিদ নির্মাণ করা যাইবে না।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে কোন মসজিদ নির্মাণ করা হইলে উহা উচ্ছেদ করা যাইবে এবং নির্মাতাকে জবরদখলকারী হিসাবে চিহ্নিত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৪। **মসজিদের এলাকা।**—প্রত্যেক মসজিদের একটি নির্দিষ্ট এলাকা থাকিবে। উক্ত এলাকার জনগণই উক্ত মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবে। উক্ত এলাকার বাহিরের কাহারও নিকট হইতে উক্ত মসজিদের জন্য কোনরূপ চাঁদা, দান, অনুদান বা অন্য কোনরূপ আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করা যাইবে না । তবে কেহ যদি স্বেচ্ছায় অনুরূপ কোন চাঁদা, দান, অনুদান বা অন্য কোন আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন তাহা গ্রহণ করিতে কোন বাধা থাকিবে না।

৫। **মসজিদ পরিচালনা কমিটি।**—(১) প্রত্যেকটি মসজিদ পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমিটি থাকিবে যাহা মসজিদ পরিচালনা কমিটি নামে অভিহিত হইবে। মসজিদের প্রকৃতি অনুযায়ী মসজিদ পরিচালনা কমিটি নিম্নবর্ণিত যে কোন প্রকারের হইতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) মুতাওয়াল্লী কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি;

(খ) মসজিদের সাধারণ মুসল্লীগণ কর্তৃক নির্বাচিত বা মনোনীত কমিটি;

(গ) সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত মসজিদের ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপরে বর্ণিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব কোন কমিটি নিয়োগ ব্যতীত, সরাসরি নিজেই পালন করিতে পারিবে ।

(২) মসজিদ পরিচালনা কমিটি মসজিদ পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হইবে। উক্ত কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে কাজের সুবিধার্থে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে। উক্তরূপ গঠিত উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা হইবে ২–৭ জন।

৬। **মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা।**—কোন ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত যোগ্যতার অধিকারী হইলে তিনি নিজ এলাকার মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) মসজিদে সকল নামাজে নিয়মিত মুসল্লী হইলে; অথবা

(খ) মসজিদে কেবলমাত্র জুম'আর নামাজে নিয়মিত মুসল্লী হইলে; অথবা

(গ) নিয়মিত নামাজ আদায়কারী, যাকাত প্রদানকারী ও পরকালে বিশ্বাসী ঈমানদার মুসলমান হইলে।

৭। **মসজিদ পরিচালনা কমিটির গঠন**।—(১) মসজিদ পরিচালনা কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মসজিদের সাধারণ মুসল্লীদের সর্বসম্মতিক্রমে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুইজন নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে। মসজিদ পরিচালনা কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন পরিচালনার বিষয়ে উক্ত কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(২) মসজিদ পরিচালনা কমিটির নির্বাচন নিম্নোক্ত যে কোন পদ্ধতিতে হইতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) প্রস্তাব ও সমর্থনের ভিত্তিতে;

(খ) গোপন ব্যালটের ভিত্তিতে ।

(৩) মসজিদের সাধারণ মুসল্লীগণ মসজিদ পরিচালনা কমিটি নির্বাচনের জন্য ভোটার হইবেন। এইজন্য সাধারণ মুসল্লীদের একটি ভোটার তালিকা মসজিদ কমিটি সংরক্ষণ করিবে। প্রতি বৎসরে কমপক্ষে একবার মুসল্লীদের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৮। **মসজিদ পরিচালনা কমিটির মেয়াদ**।—(১) মসজিদ পরিচালনা কমিটির মেয়াদ সাধারণতঃ দুই বৎসর হইবে। তবে মুসল্লীদের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত মেয়াদ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইবে ।

(২) মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কমপক্ষে ৬ মাস পূর্বে নূতন কমিটি গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই নূতন কমিটি গঠন সম্পন্ন করিতে হইবে।

৯। **এড-হক কমিটি গঠন**।—কোন কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মসজিদ পরিচালনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হইলে সাধারণ মুসল্লীদের সর্বসম্মতিক্রমে ৯ বা ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি এড-হক কমিটি গঠিত হইবে । উক্ত এড-হক কমিটি উহার গঠনের ৬০ দিনের মধ্যে মসজিদ পরিচালনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে ।

১০। **মসজিদ পরিচালনা কমিটি বাতিলকরণ**।—মসজিদ পরিচালনা কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নূতন কমিটি গঠিত না হইলে অথবা বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে সাধারণ মুসল্লীদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ মুসল্লী স্বাক্ষরিত অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে উক্ত কমিটি বাতিল হইবে।

১১। **পদত্যাগ, পদচ্যুতি ও শূন্য পদ পূরণ**।—মসজিদ পরিচালনা কমিটির কোন সদস্য রাষ্ট্র বা সমাজ বিরোধী কোন কাজ করিলে অথবা নৈতিক স্খলনজনিত বা মসজিদের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করিলে অথবা পদত্যাগ করিলে মসজিদ পরিচালনা কমিটি ক্ষেত্রমত তাহাকে পদচ্যুত অথবা তাহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। ইহার ফলে সৃষ্ট শূন্য পদ সাধারণ মুসল্লীদের মধ্য হইতে কো-অপ্ট্ অথবা মসজিদ পরিচালনা কমিটির অন্য কোন সদস্যকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করার মাধ্যমে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মসজিদ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক পূরণ করা যাইবে।

১২। **মসজিদ পরিচালনা কমিটির গঠন**।—(১) অনুচ্ছেদ ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মসজিদ পরিচালনা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠন করা যাইবে, যথা ঃ—

পদের নাম	সংখ্যা
(১) সভাপতি	১ জন
(২) সহ-সভাপতি	১ ,,
(৩) সাধারণ সম্পাদক	১ ,,
(৪) সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ ,,
(৫) কোষাধ্যক্ষ/অর্থ সম্পাদক	১ ,,
(৬) সম্পাদক, মসজিদ পাঠাগার ও দ্বীনি দাওয়া	১ ,,
(৭) সম্পাদক, মসজিদভিত্তিক সমাজকল্যাণ শিক্ষা, তাহজীব ও তামাদ্দুন	১ ,,
(৮) নির্বাহী সদস্য	৬ জন (কমপক্ষে)
মোট	১৩ জন

(২) মসজিদের আয়, আকার ও অবস্থানের আলোকে প্রয়োজনে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ গঠিত কমিটির আকৃতি বড় বা ছোট হইতে পারে।

(৩) কমিটির সভাপতি কমিটির যে কোন সদস্য বা পদের ব্যক্তিকে অভ্যন্তরীণ কোন দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সকল মসজিদ পরিচালনা কমিটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মসজিদের প্রধান ইমাম তিনি খতিব বা পেশ ইমাম বা ইমাম যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, তাহাকে উক্ত মসজিদের পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত করা যাইতে পারে, তবে তিনি যদি উক্ত পদ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন বা অন্য কোন কারণে তাহাকে উক্ত পদে মনোনীত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, মুসল্লীগণ কর্তৃক কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত বা মনোনীত হইবেন।

(৫) অনুচ্ছেদ ৫(১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিটির পদসমূহ পূরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

(ক) অনুচ্ছেদ ৫(১)(ক) অনুযায়ী মোতাওয়াল্লী কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির ক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি হইবেন সংশ্লিষ্ট মসজিদের মোতাওয়াল্লী এবং কমিটির অন্যান্য পদ উক্ত মোতাওয়াল্লী কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করা হইবে;

(খ) অনুচ্ছেদ ৫(১)(খ) অনুযায়ী গঠিত কমিটির ক্ষেত্রে সকল পদ অনুচ্ছেদ ৭(১)(২) এর বিধান অনুযায়ী পূরণ করা হইবে; এবং

(গ) অনুচ্ছেদ ৫(১)(গ) অনুযায়ী গঠিত কমিটির ক্ষেত্রে উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী কমিটির সকল পদ পূরণ করা হইবে।

১৩। **মসজিদ পরিচালনা কমিটির কার্যাবলী**।—মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্যগণের দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত দফাসমূহ পালন ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

(১) **সভাপতি ঃ** যিনি—

(ক) অনুচ্ছেদ ২৫ এ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অফিসে মসজিদের নিবন্ধন করিতে আবেদন করিবেন;

(খ) মসজিদ পরিচালনা কমিটির অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট নিয়োগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, খতীব, ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদিম ও অন্যান্যদের নিয়োগ দান করিবেন এবং তাহাদিগকে বেতন, ভাতা ও সম্মানী, যেখানে যাহা প্রযোজ্য, প্রদান করিবেন;

(গ) মসজিদের আয় হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা মসজিদ পরিচালনা কমিটির অনুমোদনক্রমে, মসজিদের আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খাতে, যথা—দোকান, বাড়ী, ভূমি ইত্যাদি ক্রয় ও নির্মাণ, পুকুরে মাছ চাষ, জমিতে কৃষি খামার স্থাপন ইত্যাদি অর্থকরি খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন;

(ঘ) মসজিদের যাবতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন;

(ঙ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে, নিজের ও কমিটির অন্যান্য সদস্যের সম্পদ, যেমন—গাছ, কাঠ ইত্যাদি তাহাদের নিজ নিজ সম্মতিক্রমে, যথাযথ মূল্য নির্ধারণপূর্বক মসজিদের কাজে ব্যবহার করিতে পারিবেন, যাহা পরবর্তীতে সমন্বয়যোগ্য;

(চ) মসজিদের প্রয়োজনীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবেন এবং খরচের বিল ভাউচারসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন করিবেন;

(ছ) মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভা ও সাধারণ মুসল্লীদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোট পড়িলে নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন;

(জ) সংশ্লিষ্ট সম্পাদকের কাজের তদারকী করিবেন এবং পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও অনুমোদন করিবেন;

(ঝ) মসজিদ সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করিবেন;

(ঞ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদিম ও অন্যান্যদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) **সহ-সভাপতি ঃ** যিনি—

(ক) সভাপতির কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করিবেন;

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভায় ও সাধারণ মুসল্লিদের সভায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সভাপতিত্ব করিবেন;

(গ) সভাপতির অপসারণ, মৃত্যু বা পদত্যাগজনিত কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত বা নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) **সাধারণ সম্পাদক ঃ** যিনি—

(ক) সভাপতির অনুমোদনক্রমে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভা আহ্বান করিবেন এবং সভার কার্য বিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন ;

(খ) সংশ্লিষ্ট সম্পাদকগণের সহিত পরামর্শক্রমে, মসজিদের বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত ও পেশ করিবেন ;

(গ) সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করিবেন ;

(ঘ) মসজিদের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখিবেন ;

(ঙ) সভাপতি বা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করিবেন ।

(৪) **সহ-সাধারণ সম্পাদক ঃ** যিনি—

(ক) সাধারণ সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করিবেন ;

(খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন ;

(গ) দপ্তরের কার্যক্রম সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করিবেন ;

(ঘ) মসজিদ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) **কোষাধ্যক্ষ/অর্থ সম্পাদক ঃ** যিনি—

(ক) মসজিদের নগদ অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ সংরক্ষণ করিবেন ;

(খ) হিসাবরক্ষক না থাকিলে হিসাব নিকাশ রক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এতদসংক্রান্ত বিল, ভাউচার ও খাতাপত্র সংরক্ষণ করিবেন;

(গ) সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের সহিত যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিবেন ;

(ঘ) মসজিদের আয় বর্ধনে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন ।

(৬) **সম্পাদক, মসজিদ পাঠাগার ঃ** যিনি—

(ক) মসজিদে পাঠাগার না থাকিলে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং থাকিলে উহাকে আরও সমৃদ্ধ করিবেন;

(খ) পাঠাগারের জন্য আলমিরা, বই পত্র সংরক্ষণ, পরিচালনা ও পাঠক বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবেন ;

(গ) স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের জন্য তালীম বা সামষ্টিক পাঠের ব্যবস্থা করিবেন ;

(ঘ) মসজিদ পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ইমাম ও মুয়াজ্জিনের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন ;

(ঙ) মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভায় মসজিদ পাঠাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন পেশ করিবেন ।

(৭) **সম্পাদক, শিক্ষা, তাহজীব তামাদ্দুন মসজিদভিত্তিক সমাজ কল্যাণ ঃ** যিনি—

(ক) মসজিদভিত্তিক সুষ্ঠু ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা করিবেন ;

(খ) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিবস উপলক্ষে শিশু, কিশোর ও মুসল্লীদের মধ্যে হামদ, নাত, ক্বিরআত, আযান, রচনা প্রতিযোগীতার আয়োজন এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন, ইহা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে মসজিদ পরিচালনা কমিটির অনুমোদনক্রমে ওয়াজ মাহফিল, তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করিবেন ;

(গ) অপসংস্কৃতি, শিরক্ক ও বিদআত রোধে ক্রমান্বয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন এবং এই ব্যাপারে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মুসল্লীদের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন ;

(ঘ) মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভায় এই বিভাগ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন পেশ করিবেন ;

(ঙ) মসজিদের এলাকার অসহায়, বিধবা, বৃদ্ধ, গরীব-মিসকীন, ইয়াতিম, অন্ধ ও পঙ্গুদের সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন ;

(চ) অসুস্থ ও পীড়িতদের চিকিৎসায় সহযোগিতা প্রদানসহ দুর্গতদের সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা প্রদান করিবেন ;

(ছ) মসজিদের এলাকার দানশীল ব্যক্তি ও দাতা সংস্থার নিকট হইতে এককালীন দান, যাকাত, সদকা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া সমাজ কল্যাণের জন্য একটি তহবিল গঠন করিবেন ;

(জ) মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী এবং সরকারের অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী যথা ঃ— পশু পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপন, প্রজনন স্বাস্থ্য, বাল্য বিবাহ নিরোধ, যৌতুকবিহীন বিবাহ, জেন্ডার ইস্যু এইচ,আইভি/এইডস, সন্ত্রাস ও মাদকাসক্তি রোধ ইত্যাদি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিবেন।

সকল বিভাগীয় সম্পাদক তাহাদের নিজ নিজ বিভাগের বাৎসরিক কর্মসূচী মসজিদ পরিচালনা কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন এবং তৎকর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সহিত পরামর্শক্রমে বাস্তবায়ন করিবেন এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন উক্ত কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৮) **নির্বাহী সদস্য ঃ** প্রত্যেক নির্বাহী সদস্য মসজিদ পরিচালনা কমিটিকে সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখিবেন। কমিটির সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করিবেন।

১৪। **নিয়োগ পদ্ধতি।**—প্রত্যেক মসজিদে অনুচ্ছেদ ১৯তে উল্লিখিত পদসমূহের যে কোন একটি পদে নিয়োগের জন্য অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৬ এবং ১৭ তে বর্ণিত বিধান অনুসরণ করা যাইতে পারে।

১৫। **বাছাই কমিটি।**—(১) মসজিদের যে কোন পদে নিয়োগের জন্য একটি বাছাই কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠন করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

(ক)	মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি—	আহবায়ক
(খ)	জেলা বা উপজেলার প্রধান মসজিদের খতিব বা পেশ ইমাম বা কওমী মাদ্রাসার একজন মুফতী বা স্থানীয় একজন অভিজ্ঞ আলেম	বিশেষজ্ঞ সদস্য
(গ)	মসজিদ পরিচালনা কমিটির দুইজন সদস্য	সদস্য
(ঘ)	মসজিদ পরিচালনা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক বা সাধারণ সম্পাদক	সদস্য-সচিব

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে গঠিত বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট পদের জন্য দরখাস্তকারী ব্যক্তিগণের এই নীতিমালার বিধান অনুযায়ী বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ ক্রমে প্রত্যেকটি পদের বিপরীতে তিনজনের একটি প্যানেল তৈরি করে উহা মসজিদ পরিচালনা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রেরিত প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের মধ্য হইতে মসজিদ পরিচালনা কমিটি যে কোন একজনকে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগ দান করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীনে গঠিত বাছাই কমিটি, উহার সদস্যদের যেকোন তিনজনের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৬। **নিয়োগ পত্র দান।**—মসজিদ পরিচালনা কমিটি অনুচ্ছেদ ১৫(২) এর অধীনে গঠিত প্যানেল হইতে কোন প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের শর্তাবলী (যেমন বেতন, ভাতা, চাকুরী হইতে অপসারণ বা চাকুরীচ্যুতি ইত্যাদি) উল্লেখ করিয়া নিয়োগ পত্র দান করিবেন। উক্ত নিয়োগ পত্র কমিটির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

১৭। **নিয়োগের জন্য অনুসরণীয় নীতি ইত্যাদি**।—(১) মসজিদের কোন পদে নিয়োগের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

মসজিদ পরিচালনা কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে—

(অ) জাতীয় অথবা স্থানীয় একটি পত্রিকায় আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ সময়-সীমার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে; বা

(আ) সংশ্লিষ্ট মসজিদের নোটিশ বোর্ডে/দেওয়ালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গাইয়া দিবে।

(২) আবেদনকারীগণের লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। তবে খতিব ও ইমামের ক্ষেত্রে সহীহ কোরআন তিলাওয়াত, জুম'আর আলোচনা, খুতবা পাঠ ও নামাযে ইমামতি করা ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) কমিটি কর্তৃক বাছাই কমিটির বিশেষজ্ঞ সদস্যকে পরিচালনা কমিটির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী বাছাইয়ের তারিখ ও সময় উল্লেখ করে কমপক্ষে এক সপ্তাহ পূর্বে তাহাকে উক্ত বাছাই কমিটিতে উপস্থিত থাকার অনুরোধ পত্র প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিশেষজ্ঞ সদস্যকে তাহার যাতায়াত ও আপ্যায়ন ভাতা প্রদান করিতে হইবে।

১৮। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**।—(১) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে মসজিদের নিম্নপদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তিকে পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদে নিয়োগ করা যাইতে পারে। তবে উক্ত নিয়োগ অধিকার হিসাবে কোন ব্যক্তি দাবী করিতে পারিবেন না ঃ—

(ক) উচ্চতর যে পদে পদোন্নতি দেওয়া হইবে প্রার্থীর উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে ;

(খ) পূর্ববর্তী পদে প্রার্থীর অন্যূন পাঁচ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে ;

(গ) সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসল্লীদের পক্ষ হইতে প্রার্থীর ব্যাপারে কোনরূপ আপত্তি থাকিবেনা ;

(ঘ) প্রার্থীকে উত্তম আমল, আখলাক ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইতে হইবে।

(২) পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রার্থীর কোন বয়স সীমা থাকিবেনা ।

১৯। **মসজিদের পদসমূহ**।—(১) প্রত্যেক মসজিদের পদসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) খতীব,

(খ) সিনিয়র পেশ ইমাম,

(গ) পেশ ইমাম,

(ঘ) ইমাম,

(ঙ) প্রধান মুয়াজ্জিন,

(চ) মুয়াজ্জিন,

(ছ) প্রধান খাদিম ও

(জ) খাদিম।

(২) উক্ত পদসমূহে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা হইবে তফসিলে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট পদের বিপরীতে নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা।

২০। **বেতন ভাতা ইত্যাদি**।—(১) মসজিদে বিভিন্ন পদে কর্মরত ব্যক্তিগণ নিম্নে বর্ণিত বেতন স্কেলে বেতন পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	পদের নাম	বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল ২০০৫ অনুযায়ী)
(১)	খতীব	চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী
(২)	সিনিয়র পেশ ইমাম	১৩৭৫০-৫৫০-১৯২৫০ টাকা
(৩)	পেশ ইমাম	১১০০০-৪৭৫-১৭৬৫০ টাকা
(৪)	ইমাম	৬৮০০-৩২৫-৯০৭৫-ইবি-৩৬৫-১৩০৯০ টাকা
(৫)	প্রধান মুয়াজ্জিন	৫১০০-২৮০-৭০৬০-ইবি-৩০০-১০৩৬০ টাকা
(৬)	মুয়াজ্জিন	৪১০০-২৫০-৫৮৫০-ইবি-২৭০-৮৮২০ টাকা
(৭)	প্রধান খাদিম	৩১০০-১৭০-৪২৯০- ইবি-১৯০-৬৩৮০ টাকা
(৮)	খাদিম	৩০০০-১৫০-৪০৫০- ইবি-১৭০-৫৯২০ টাকা

(২) সরকার কর্তৃক পরিচালিত মসজিদসমূহে উক্ত বেতন কাঠামো অনুসরণ করা যাইতে পারে। অন্যান্য মসজিদের ক্ষেত্রে মসজিদ পরিচালনা কমিটির আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী আলোচনার মাধ্যমে বেতন ভাতাদি নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

(৩) যখনই উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত বেতন স্কেলসমূহ সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হইবে তখনই উক্ত উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বেতন স্কেলসমূহ একইরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপনের জন্য প্রতি ঈদে সকল মসজিদে কর্মরত সকল ব্যক্তি তাহাদের এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে পাইতে পারেন।

(৫) মসজিদে কর্মরত যে কোন ব্যক্তি ঈদ ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় ছুটি ভোগ না করিয়া কর্মে নিয়োজিত থাকিলে তাহাকে অতিরিক্ত সম্মানী প্রদান করিতে হইবে।

২১। তহবিল সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।—(১) মসজিদ পরিচালনার জন্য একটি তহবিল থাকিবে এবং মসজিদের সকল আয় উক্ত তহবিলে জমা হইবে।

(২) যে কোন তফসিলী ব্যাংকে মসজিদের নামে একটি সুদমুক্ত হিসাব থাকিবে এবং উক্ত হিসাবের মাধ্যমে তহবিলের যাবতীয় আর্থিক লেন-দেন পরিচালিত হইবে ।

(৩) এই মসজিদ পরিচালনার কমিটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত কমিটির সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক এই দুইজনের যে কোন একজন এবং কোষাধ্যক্ষ বা অর্থ সম্পাদক-এর যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংকে রক্ষিত হিসাবের সকল আর্থিক লেনদেন পরিচালিত হইবে ।

(৪) কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক সকল প্রকার লেনদেনের জন্য যথাযথ লেজার ও ক্যাশ বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং যাবতীয় খরচের বিল ও ভাউচার যথারীতি সংরক্ষিত থাকিবে।

(৫) প্রতি বৎসর একবার একটি নিরপেক্ষ নিরীক্ষক দল দ্বারা উক্ত সময়ের আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং আর্থিক লেনদেনের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিয়া তাহা মুসল্লীদের সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২২। মসজিদের আয়ের উৎস।—মসজিদের আয়ের স্থায়ী উৎস নির্ধারিত থাকিবে এবং তজ্জন্য নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক বা সকল উৎস নির্ধারিত হইতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ মুসল্লীদের নিয়মিত চাঁদা ও এককালীন দান ;

(খ) দান বাক্সে সঞ্চিত অর্থ ;

(গ) মসজিদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আয় ;

(ঘ) স্থানীয় মুসল্লী ব্যতীত অন্য যে কোন সরকারী বা বেসরকারী ব্যক্তি বা সংস্থার দান ;

(ঙ) মসজিদের ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে আয় (মুনাফা) ;

(চ) মসজিদের সম্পত্তি বিক্রিলব্ধ আয়;

(ছ) অন্যান্য।

২৩। **মসজিদ নিবন্ধন**—(১) দেশের মসজিদসমূহের সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং সরকার কর্তৃক প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সুবিধার্থে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা ক্ষেত্রমত, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কোন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানের, তৎকর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার অফিস কর্তৃক মসজিদসমূহের নিবন্ধন করা হইবে। নিবন্ধন কাজে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরম অনুসরণ করা হইবে।

(২) এই নীতিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত নিবন্ধন কার্য শুরু করা যাইতে পারে। তবে নিবন্ধন কার্য শুরু করিবার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে মসজিদসমূহের নিবন্ধনের আহবান জানিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, ক্ষেত্রমত সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কমিশনারের অফিসের মাধ্যমে একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান মতে নিবন্ধিত মসজিদসমূহের নাম, ঠিকানা ও প্রকৃত সংখ্যা সম্বলিত একটি তালিকা/হাল নাগাদকৃত তালিকা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা তাহার সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন। এইরূপ তালিকা প্রতি ইংরেজী বৎসরের জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হাল নাগাদ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরিত তালিকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে পারিবে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বা জেলা শাখার কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যকোন কর্মকর্তার মাধ্যমে এই নীতিমালার একটি কপি নিবন্ধিত প্রত্যেক মসজিদের পরিচালনা কমিটির নিকট প্রেরণ করা যাইতে পারে।

২৪। **মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও মসজিদে কর্মরত ব্যক্তিগণের দায়িত্ব।**—(১) মসজিদে কর্মরত সকল ব্যক্তি এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটির সকল সদস্য—

(ক) যতদূর সম্ভব এই নীতিমালা অনুসরণ করিবেন;

(খ) বিশ্বস্ততা, সততা, পরহেজগারী ও আন্তরিকতার সহিত মসজিদের খেদমত করিবেন ;

(গ) শরীয়ত সম্মত নহে এইরূপ সকল কাজ হইতে বিরত থাকিবেন।

(২) মসজিদে কর্মরত কোন ব্যক্তি—

(ক) সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হইবেন না ;

(খ) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত অথবা কর্মস্থল ত্যাগ করিবেন না ;

(গ) কোন প্রকার অবৈধ লেনদেনে জড়িত হইবেন না ;

(ঘ) মসজিদে দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এমন কোন কাজে লিপ্ত হইবেন না ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতীত কোন ব্যবসায় বা অন্য কোন চাকুরীতে নিয়োজিত হইবেন না ।

(৩) এই নীতিমালা অনুযায়ী—

(ক) ইমাম—

(অ) মসজিদের আমানতদার হিসাবে কাজ করিবেন ;

(আ) মসজিদের সাধারণ মুসল্লী ও এলাকাবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বভাব, চরিত্র, আমল, আখলাক উন্নয়নে সাধ্যানুযায়ী অবদান রাখিবেন;

(খ) মুয়াজ্জিন আল্লাহর দিকে আহবানকারী হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন;

(গ) খাদিম মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ আন্তরিকতার সহিত সম্পাদন করিবেন ;

(ঘ) মসজিদে কর্মরত কোন ব্যক্তিই শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজের সহিত সম্পৃক্ত হইবেন না ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ ও নিজ পদের উর্ধ্বতন পদে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের অনুগত থাকিবেন।

২৫। **ছুটি**।—মসজিদে কর্মরত ব্যক্তিগণ মসজিদ পরিচালনা কমিটির অনুমোদনক্রমে বৎসরে সর্বোচ্চ ১ মাস ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। উক্ত ছুটির জন্য তাহাদের বেতন হইতে কোন অর্থ কর্তন করা যাইবে না।

২৬। **প্রশিক্ষণ ছুটি**।—মসজিদে কর্মরত ব্যক্তিগণের মেধা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাহাদিগকে কোন সরকারী, বেসরকারী বা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মসজিদ পরিচালনা কমিটি প্রশিক্ষণকালীন সময়ের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে। এই ছুটি বেতনসহ হইবে এবং অনুচ্ছেদ ২৫ এ উল্লেখিত ছুটির অতিরিক্ত হইবে।

২৭। **চাকুরীর বৃত্তান্ত**।—মসজিদ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক মসজিদে কর্মরত সকল ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নাগরিকত্ব, জন্ম তারিখ ও সকল সনদের সত্যায়িত কপি পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদিমগণের তথ্যাবলী সংরক্ষণের জন্য একটি চাকুরী বহি থাকিবে, যাহাতে চাকুরীর বিস্তারিত বিবরণসহ মসজিদ পরিচালনা কমিটির মন্তব্য ও সীল থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চাকুরী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেও তাহা তাহার অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করিবে এবং জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে ভূমিকা রাখিবে।

২৮। **পদত্যাগ**।—মসজিদে কর্মরত কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে চাহিলে নিজ স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতির নিকট জমা দিবেন। সভাপতি মসজিদ পরিচালনা কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

২৯। **চাকুরীচ্যুতি ইত্যাদি**।—(১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নিয়োগপত্রে নির্ধারিত শর্তাবলী ভঙ্গ করিবার জন্য মসজিদে কর্মরত যে কোন ব্যক্তিকে চাকুরীচ্যুত করিতে পারিবে। তবে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কমিটি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় অতিরিক্ত জনবল বিবেচনায় মসজিদে নিয়োজিত যেকোন ব্যক্তিকে দুই মাসের অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্বক তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে।

৩০। **চাকুরীর বিরোধ নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।**—(১) মসজিদে কর্মরত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ ২৯(১) এর অধীনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে উক্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উপ-অনুচ্ছেদ (২) উল্লিখিত কমিটির নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মসজিদ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মনোনীত ব্যক্তি	সংখ্যা
(১)	স্থানীয় আলিয়া বা কওমী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বা তার মনোনীত প্রতিনিধি	১জন-আহবায়ক
(২)	মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি বা সম্পাদক	১জন
(৩)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের ফিল্ড সুপারভাইজার	১জন
(৪)	সংশ্লিষ্ট মসজিদের মুসল্লীগণ কর্তৃক মনোনীত বা নির্বাচিত মুসল্লী প্রতিনিধি	২জন- যেকোন ১জন বিকল্প আহবায়ক হইতে পারিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে গঠিত কমিটি উহার যেকোন ৩ জন সদস্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ গঠিত কমিটির নিকট দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানীর পর উহা নিষ্পত্তিক্রমে সুপারিশমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৩১। **জটিলতা নিরসন।**—এই নীতিমালা কার্যকর করিতে কোন জটিলতা দেখা দিলে মসজিদ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক উহা নিরসনের জন্য নিম্নলিখিত কমিটির নিকট আবেদন করা যাইতে পারে। এই কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	
(১)	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক	আহবায়ক
(২)	সংশ্লিষ্ট জেলার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক	সদস্য-সচিব
(৩)	জেলা কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব/পেশ ইমাম	সদস্য

তফসিল

[অনুচ্ছেদ ১৮ দ্রষ্টব্য]

মসজিদের পদসমূহে নিয়োগের জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়স	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
(১)	খতীব		চুক্তিভিত্তিক	(ক) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হইতে কমপক্ষে ২য় শ্রেণীর কামিল অথবা কোন কওমী মাদ্রাসা হইতে কমপক্ষে ২য় শ্রেণীর দাওরায়ে হাদীস অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামী বিষয় বা আরবীতে কমপক্ষে ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী। (খ) **অভিজ্ঞতা** ঃ (১) সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কোন মসজিদে সিনিয়র পেশ ইমাম ও পেশ ইমাম হিসাবে মোট অন্যূন ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা, অথবা যে কোন মসজিদে খতীব হিসাবে অন্যূন ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা, অথবা কোন মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস, ফকীহ, আদীব বা সমমানের পদে অথবা কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী বিষয়ে বা আরবীতে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে অন্যূন ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা; (২) আরবী ভাষায় পারদর্শী; (৩) ইসলামী বিষয় যথা হাদিস, তাফসীর, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা; (৪) বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতে সক্ষমতা।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়স	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
				(গ) খতীব পদে নিয়োগ চুক্তিভিত্তিক হইবে এবং চুক্তির শর্তাবলী উক্ত পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
(২)	সিনিয়র পেশ ইমাম	৪৫	সরাসরি নিয়োগ বা মসজিদের নিম্ন কোন পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	(ক) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হইতে কমপক্ষে ২য় শ্রেণীর কামিল অথবা কোন কওমী মাদ্রাসা হইতে কমপক্ষে ২য় শ্রেণীর দাওরায়ে হাদীস অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামী বিষয় বা আরবীতে কমপক্ষে ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী। (খ) **অভিজ্ঞতা ঃ** (১) সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কোন মসজিদে পেশ ইমাম হিসাবে অন্যূন ৫ বৎসরের ইমামতির অভিজ্ঞতা অথবা কোন মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস, ফকীহ বা মুফাস্‌সির হিসাবে অন্যূন ৫ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ; (২) আরবী ভাষায় পারদর্শীতা; (৩) ইসলামী বিষয় যথা হাদিস, তাফসীর, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা; (৪) বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতে সক্ষমতা।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়স	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
(৩)	পেশ ইমাম	৩৫	সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতি	(ক) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হইতে কমপক্ষে ২য় শ্রেণীর কামিল অথবা কোন কওমী মাদ্রাসা হইতে কমপক্ষে ২য় শ্রেণীর দাওরায়ে হাদীস অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইসলামি বিষয় বা আরবীতে কমপক্ষে ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী। আরবী বা কোন ইসলামি বিষয়ে এমফিল ডিগ্রীধারী প্রার্থী অগ্রাধিকার যোগ্য। (খ) **অভিজ্ঞতা** ঃ (১) সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কোন মসজিদে পেশ ইমাম হিসাবে অন্যূন ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা কোন মাদ্রাসা, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবীতে প্রভাষক হিসাবে অন্যূন ৫ বৎসরে অভিজ্ঞতা অথবা কোন বেসরকারী মসজিদে খতিব হিসাবে অন্যূন ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা: (২) আরবী ভাষায় বুৎপত্তি এবং ইসলামি শরীয়া তথা মাসয়ালা-মাসায়েলে পান্ডিত্য; (৩) বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াতে সক্ষমতা।
(৪)	ইমাম	৩০	সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতি	(ক) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হইতে কামিল অথবা কোন কওমী মাদ্রাসা হইতে দাওরায়ে হাদীস অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাস্টার্স ডিগ্রী। সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ বা শ্রেণী থাকিতে হইবে। কামিল অথবা সমমানের পরীক্ষায় ১ম শ্রেণী প্রাপ্ত এবং হাফেজ ও ক্বারী প্রার্থী অগ্রাধিকার যোগ্য।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়স	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
				(খ) **অভিজ্ঞতা** ঃ (১) ফাজিল বা আলিম বা সমমানের মাদ্রাসায় অন্যূন ৫ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা কোন মসজিদে ইমাম হিসাবে অন্যূন ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা; (২) আরবী ভাষায় বুৎপত্তি এবং ইসলামি শরীয়া তথা মাসয়ালা-মাসায়েলে পান্ডিত্য; (৩) বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াতে সক্ষমতা।
(৫)	প্রধান মুয়াজ্জিন	৩০	সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতি	(ক) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হইতে কামিল অথবা কোন কওমী মাদ্রাসা হইতে দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। হাফেজ বা ক্বারীগণ অগ্রাধিকার যোগ্য; (খ) **অভিজ্ঞতা** ঃ (১) কোন মসজিদে অন্যূন ৫ বৎসর মুয়াজ্জিন হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা; (২) ক্বিরাত ও মাসয়ালা-মাসায়েলে পান্ডিত্য।
(৬)	মুয়াজ্জিন	৩০	সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতি	(ক) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হইতে ফাজিল অথবা কোন কওমী মাদ্রাসা হইতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। হাফেজ বা ক্বারী প্রার্থী অগ্রাধিকার যোগ্য। (খ) **অভিজ্ঞতা** ঃ (১) কোন মসজিদে অন্যূন ৫ বৎসর প্রধান খাদিম বা খাদিম হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা; (২) বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতে সক্ষমতা ও মাসায়ালা-মাসায়েলে পান্ডিত্য।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়স	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
(৭)	প্রধান খাদিম	৩০	সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতি	(ক) (১) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হইতে ফাজিল অথবা কোন কওমী মাদ্রাসা হইতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (২) শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা। (খ) অভিজ্ঞতা ঃ (১) কোন মসজিদে খাদিম হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা; (২) বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতে সক্ষমতা ও মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান।
(৮)	খাদিম	৩০	সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতি	(ক) (১) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হইতে ফাজিল অথবা কোন কওমী মাদ্রাসা হইতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (২) শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা। (খ) অভিজ্ঞতা ঃ বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতে সক্ষমতা ও মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ আতাউর রহমান
সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।